



অঙ্করে আলোর ফানুস উড়িয়ে, আতশবাজি আর লেজার রশ্মির নীল আলোর বলক নিয়ে শেষ হলো দেশের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার ও অইটি সার্ভিস প্রদর্শনী 'বেসিস সফটএক্সপো ২০১২'। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের অধ্যায়ের আকাক্ষাকে উন্মোচন করে, তারপরের শক্তি আর উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পঁচ দিনের এ জমজমাট আয়োজনের বর্ণিত সমাপ্তি ঘটে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি।

বাংলাদেশ আ্যোসিসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসে তথা বেসিস আয়োজিত এ প্রদর্শনীর পর্দা ওঠে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঠিক পরের দিন, ২২ ফেব্রুয়ারি।

### স্ক্রু গান

২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বেসিস সফটএক্সপো ২০১২ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান, মহাসচিব ফোরকান বিন কাশেম, মেলার আহ্বায়ক তমজিল সিদ্দিক স্পন্দন, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের চার্জ দ'আফেয়ার্স কারেল রিচার্ড, জিপি আইটির চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার ক্রিস্টিনাথেরনসহ অনেকে।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সেবা খাতের বিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকার ওপর জরুরীদৃষ্টিভঙ্গি করে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

### আয়োজনে যারা

বেসিস প্রদর্শনীটির আয়োজক এবং বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন তথা এটিআই প্রকল্প মেলায় সহ-আয়োজক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়া মেলার প্রাথমিক স্পন্সর ছিল জিপি আইটি, গোল্ড স্পন্সর ডেল, কো-স্পন্সর স্ট্রাক ব্যাংক ও আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, ইন্টারনেট পার্টনার কিউবি, ক্লাউড ও কমিউনিকেশন জোন স্পন্সর হ্যাণ্ডয়ে এবং আউটসোর্সিং জোন স্পন্সর সিমসলিউশন। গতবরের মতো এবারও বেসিস সফটএক্সপো ২০১২-এর বিভিন্ন লাইভ ওয়েবকাস্ট করে কমজগৎ ডটকম টেকনোলজিস। প্রদর্শনীতে ম্যাকমেকিংয়ের সহায়তায় ছিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার এবং সিবিআই নেদারল্যান্ডস।

### যা কিছু ছিল আয়োজনে

'এমপাওয়ারিং নেজট জেনারেশন' প্রোগ্রাম নিয়ে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীর প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন তরুণেরা। দেশের তরুণদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা আর সদ্ভাবনাময় তারুণ্যকে অবিচ্চারের তাগিদে প্রদর্শনী আয়োজনের অনেক আগে থেকেই নানা প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করে বেসিস।

তথ্যপ্রযুক্তির সাথে তরুণ প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য, প্রযুক্তি খাতে তাদের অন্তর্ভুক্তি, বিকাশ ও সদ্ভাবনাকে মেঘের আড়াল থেকে আলোয় তুলে আনার জন্য প্রদর্শনীতে ছিল 'অবিচ্চারের খোঁজে'র মতো অগ্রাহ-উদ্দীপক আয়োজন। প্রায় ২০০ নতুন উদ্ভাবক নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি হয় সফটএক্সপোতে।

তরুণ প্রোগ্রামারদের জন্য ছিল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা 'কোড ওয়ার্ল্ড' চ্যালেঞ্জ'। পিএইচপি, জট নেট, জাভা এবং অ্যান্ড্রয়েড- এই ৪টি ট্র্যাকে প্রোগ্রামিংয়ের সুদে অংশ নিয়েছিলেন দেশসেরা হাজারো প্রোগ্রামার। তরুণদেরকে দেশের অইসিটি শিল্পে চাকরির সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রদর্শনীতে ছিল আইটি জব ফেয়ার। বিভিন্ন আইসিটি কোম্পানি প্রদর্শনী চলাকালীন খুঁজে নিয়েছে তাদের পছন্দসই প্রার্থী। মেলার প্রথম দুই দিন মেলা প্রাঙ্গণে অগ্রহীদের কাছ থেকে সিনি সগ্রহ করা হয় আর ইন্টারভিউ নেয়া হয় মেলার চতুর্থ দিন।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করতে বিগত বছর থেকে বেসিস প্রচলন করেছে 'বেসিস ফ্রিল্যান্সার অব দ্য ইয়ার' শীর্ষক অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রম। সহস্রাবিক প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ব্যক্তিগত, দলীয় এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারের আয়োজনও করা হয় এ প্রদর্শনীতে।

সফটএক্সপো জুড়ে আয়োজন করা হয়

# বেসিস সফটএক্সপো ২০১২ তারুণ্যের দুয়ারে প্রযুক্তির গান

নাসিমুল আহসান

সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সার্ভিসের ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে বড় এ প্রদর্শনীতে অংশ নেয় দেশী-বিদেশী প্রায় ১৪০টি প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শনীতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে স্থানীয় বণিজ্যিক বর্ষ ও সুবিধা যাচাই করার যেমন উন্মুক্ত সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি সদ্ভাবনায় তরুণ প্রজন্ম নিজেদের মেধা আর সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রাখার জায়গা করে নিয়েছিল অবিচ্চারের খোঁজে, আর কোড ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জের মতো নানা প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

তরুণ প্রজন্মই আগামীর বাংলাদেশের নির্মাতা। এরই এগিয়ে নেকেন দেশকে নতুন সদ্ভাবনার পথে। তাই তরুণদের কর্মতরুণ, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাদের অংশ নেয়া ও দেশকে আর্থনিক অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বাসের যে চ্যালেঞ্জ, সেটি মোকাবেলার জন্য 'এমপাওয়ারিং নেজট জেনারেশন' প্রোগ্রাম নিয়ে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীতে ছিল প্রায় ৮০টির বেশি সেমিনার, টেকনিক্যাল সেশন, ওপেন সেশন, বিজনেস ম্যাচমেকিং ও প্রজেক্টেশন ইত্যাদি।

পুরো প্রদর্শনী এলাকা ৭টি ভিন্ন জোনে বিভক্ত ছিল। বিজনেস সফটওয়্যার, আউটসোর্সিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ক্লাউড অ্যান্ড কমিউনিকেশন, আইটি এনাবল্ড সার্ভিস, আইটি এডুকেশন ও ই-কমার্স জোন নামের ৭টি জোনে মুখরিত ছিল প্রদর্শনীর মুহূর্তগুলো।

অন্যান্য বারের মতো এবারও মেলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছিল ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। সাধারণ দর্শনার্থীর জন্য মেলায় প্রবেশের টিকেট মূল্য ছিল ৫০ টাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ পেশাজীবীরা যথাক্রমে পরিচালক ও ডিজিটিং কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ পান।

বলেন, ভালো কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সেবার মানোন্নয়ন। আর উন্নত সেবা খাত নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও বিকাশ।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিকাশমান সেবা খাতে তরুণদের অংশ নেয়া অশাস্যজনক বলে মত দেন অর্থমন্ত্রী। তার মতে, নতুন প্রজন্মের ৩৫ শতাংশই এখন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সাথে জড়িত। আর এ খাতের বিকাশের জন্য খুব শিগগিরই জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক চালু হবে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পেছনে সফটএক্সপোর ভূমিকা জরুরীপূর্ণ উল্লেখ করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রদর্শনী বেশ সহায়ক। তিনি বলেন, সফটওয়্যার রফতানির ক্ষেত্রে আমরা অনেক এগিয়েছি। আমাদের শুক্রবার তরুণ প্রজন্ম এ খাতকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই প্রত্যাশা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান একটি সুসংবাদ দেন। খুব শিগগির পেপাল চালু হওয়ার সদ্ভাবনার বার্তা নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশের ফ্রিল্যান্সারসহ অন্যান্য শ্রেণী-পেশার মানুষ ও দেশকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বেসিসের মহাসচিব ফোরকান বিন কাশেম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বেসিসের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাসহ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।



১২টির বেশি সেমিনার ও রাউন্ডটেবিল কৈঠক। বিভিন্ন খেত্র ও পরিসরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, কর্মকৌশল নির্ধারণসহ প্রযুক্তিসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নতুন তরক, মুক্তি আর বোঝাপড়া তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত, আলোচনা, সিদ্ধান্ত নেয়া আর নতুন পথ সন্ধানের তগনি ছিল সেমিনার ও রাউন্ডটেবিলগুলোতে।

এ ছাড়া প্রদর্শনীতে অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ছিল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর টেকনিক্যাল সেশন। ব্যাচো-ইনফরমেশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ফেসবুকের অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনেট মার্কেটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্টসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর ছিল নানা প্রয়োজনীয় আলোচনা। ছিল বিষয়গুলো জেনে-বুঝে নেয়ার বহুমাত্রিক চেষ্টা।

মেলায় অস্থিভিডিয়া ও ইনোভেশন প্রাতিফর্ম ছিল প্রায় ৪০টির মতো পন্থা উদ্ভাবনীমূলক ধারণা উপস্থাপন পর্ব। ছিল জীবনব্যুত্তর রাখার জায়গা। সফটওয়্যার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সন্ধ্যা পাস করা শিক্ষার্থীদের সংযোগের একটি মোক্ষম সেতু হয়ে উঠেছিল গোটা মেলা প্রাঙ্গণ।

### অর্জনের টালিখাতা

প্রদর্শনীর সব আয়োজনকে সার্থক করতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কৃত করা আর প্রদর্শনীর সুযোগে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মেধাবী, পরিপ্রমী মানুষগুলোকে সম্মানিত করার জন্য বেসিস অ্যাওয়ার্ড নাইট ২০১২ আয়োজন করে।

আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ানশিপ অ্যাওয়ার্ড, স্পেশাল কম্পিউটিং অ্যাওয়ার্ড, আইটি ইনোভেশন সার্চ প্রোগ্রাম (অবিষ্কারের খোঁজে) অ্যাওয়ার্ড, ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড এবং কোড ওয়ারিয়ার্স চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার।

### অবিষ্কারের খোঁজে

বেসিস সফটওয়্যার-২০১২ উপলক্ষে নতুন আইনস্টাইনের খোঁজে বেসিস আয়োজন করে অস্থিভি ইনোভেশন সার্চ প্রোগ্রাম 'অবিষ্কারের খোঁজে'। ২০০৫ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতাটি বেসিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের উদার্মী জরণগণ যাত্রে তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটাতে পারবে, সে জন্যই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রদর্শনীতে ১০টি উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শন করা হয়। যার তিনটিকে বেসিস সফটওয়্যার অ্যাওয়ার্ড ২০১২-র জন্য নির্বাচিত করা হয়। অবিষ্কারের খোঁজে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পাওয়া প্রথম প্রকল্পটি হলো 'ভয়েস পাইডেড ইউটিলিটি রোবট'। নগদ ১ লাখ টাকাসহ ক্রেন্ট-তুলে দেয়া হয় প্রকল্পের অবিষ্কারকের হাতে। প্রথম রানার আপ হয় 'এফোর্ডেবল মার্কার পেস মোশন ক্যাপচার সলিউশন' আর দ্বিতীয় রানার আপ হয় 'ডক্টর সফটওয়্যার'। প্রথম রানার আপকে ৫০ হাজার টাকাসহ ক্রেন্ট ও দ্বিতীয় রানার আপকে ২৫ হাজার টাকাসহ ক্রেন্ট তুলে দেয়া হয় বেসিস এন্ড্রপো অ্যাওয়ার্ড নাইট ২০১২-র জয়কালো আসলে।

'ডক্টর সফটওয়্যার'-এর উদ্ভাবক ড. এসএম

আশরাফুল আলম পেশায় একজন এমবিবিএস ডাক্তার।

'এফোর্ডেবল মার্কার পেস মোশন ক্যাপচার সলিউশন' এর উদ্ভাবক হুসিয়ার রহমান রেজা।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ সিদ্দিকির উদ্ভাবনী প্রকল্প 'ভয়েস পাইডেড ইউটিলিটি রোবট'।

এ ছাড়া উদ্ভাবিত অবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম জন্ম অনলাইন লাইব্রেরি প্রকল্প, তুল-কলেজে বড় বড় খাতা ব্যবহারের কলমে একটি ছোট সফটওয়্যার দিয়ে অটোমেটিক টেক্সটেশন শিট ও প্রব্লেম রিপোর্ট তৈরি করার প্রকল্পগুলো সর্কসের কৌতুহল যেমন বাড়িয়েছে, পাশাপাশি আমাদের তরণসের বিজ্ঞানমনস্কতা আর উদ্ভাবনী শক্তির এক অক্ষয়ীয়া প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল এ মেলা।

### কোড ওয়ারিয়ার্স চ্যালেঞ্জ



খোঁচাধারদের জন্য ছিল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা 'কোড ওয়ারিয়ার্স চ্যালেঞ্জ'। পিএইচপি, ডট নেট, জাভা এবং অ্যাজুরিভ- এই ৪টি ট্র্যাকে প্রোগ্রামিংয়ের যুদ্ধে অংশ নিরোহিলেন দেশসেরা সহস্রাবিক প্রোগ্রামার।

কোড ওয়ারিয়ার্স চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় ৪টি ট্র্যাকে শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী বিভাগে মোট ৮টি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অ্যাজুরিভ ট্র্যাকে শিক্ষার্থী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দলের নাম সার্জ এবং পেশাজীবী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দল দ্য ইনভেন্টিকল। পিএইচপি ট্র্যাকে শিক্ষার্থী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দলের নাম ব্যাড টাইমিং এবং পেশাজীবী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দল মুক্ত এন্ড্রপএস। ডট নেট ট্র্যাকে শিক্ষার্থী বিভাগে শিরোপাধারী দলের নাম সাসট ট্রিইঙ্গেল, পেশাজীবী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দল স্মার্ট ওয়ারিয়ার্স, জাভা ট্র্যাকে শিক্ষার্থী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দলের নাম বুয়েট সোবডিস এবং পেশাজীবী বিভাগে চ্যাম্পিয়ান দল স্পেকট্রাম ওয়ারিয়ার্স।

### আইটি জব ফেয়ার

তরণ প্রজন্মকে দেশের আইসিটি শিল্পে চাকরির সুযোগ করে দেয়ার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে তরণসের যোগাযোগ করার একটি কমন প্রাতিফর্ম তৈরিতে প্রদর্শনীতে ছিল আইটি জব ফেয়ার। বিভিন্ন আইসিটি কোম্পানি সফটওয়্যার চলাকালীন বুকে নিয়েছে তাদের

পছন্দসই প্রার্থী। প্রদর্শনীর প্রথম দুই দিন মেলা প্রাঙ্গণে অস্থিভিদের খোঁকে সিডি সংগ্রহ করা হয় আর ইন্টারভিউ নেয়া হয় মেলায় চতুর্থ দিন।

প্রায় ১ হাজারের ওপর অস্থিভি চাকরিপ্রার্থীর মধ্য থেকে বাছাই করে ২৯৬ জনের সরাসরি সাক্ষাৎকার অন্তর্গত হয়। চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল জিইউইটি সিস্টেম লিমিটেড, ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড, রাইজ আপ ল্যাবস লিমিটেড, বাইট ব্রেইন সলিউশন লিমিটেড, জিপিআইটি লিমিটেড, ডেভনোটি লিমিটেড, ইপসাইলন কম্পিটিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, ব্রেইন স্টেশন ২৩, সিগনাস ইনোভেশন লিমিটেড, এমএফ এশিয়া লিমিটেড, আইবল সফটওয়্যারস, প্রাইম টেক, সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড ইত্যাদি।

### ফ্রিল্যান্সার সেশন

নতুন প্রজন্মের প্রচুর বেকার তরণসকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি উৎসাহিত করতে গভ বহুর খোঁকে বেসিস প্রচলন করেছে 'বেসিস ফ্রিল্যান্সার অব দ্য ইয়ার' আওয়ার্ড কার্যক্রম। সহস্রাবিক প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ব্যক্তিগত, দলীয় এবং প্রতিষ্ঠান এই তিন বিভাগে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেয়া হয়।

বেসিস আওয়ার্ড নাইট ২০১২-তে দেশের বর্ষসেরা ১৫ ফ্রিল্যান্সারের নাম ঘোষণা করে বেসিস। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে দেয়া হয় বিশেষ আওয়ার্ড। শিক্ষার্থী বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ বিন এ কাদের, সাজ্জাদ হোসাইন অলি, মারজান আহমেদ এবং আহমেদ সাজিদ। ব্যক্তিগত বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন মুহাম্মদ শোয়েব, মোহাইমেদ মুজাম্মান, সাজিদ ইসলাম, বাংলাদেশ মে: শাহরিয়ার,

আয়েমারুল ইসলাম, এনামুল হক ও অশিকুর রহমান এবং কোম্পানি বিভাগে দ্য আরএস সফটওয়্যার, এনকোডল্যাবস ইনস, তানভীর অস্থিভি সলিউশন এবং জোবাসমেট।

এ ছাড়া বেসিস অ্যাওয়ার্ড নাইট-২০১২ অনুষ্ঠানে বেসিসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ হৌহিদ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বেসিসের দ্বিতীয় সভাপতি এসএম কামালকে যৌথভাবে আজীবন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা এনবিআর-কে দেয়া হয় ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ানশিপ অ্যাওয়ার্ড। বাংলাদেশ পণ্ডিত



IT Job Fair

অলিম্পিয়াড কমিটি এবং প্রয়াত বেসিস সদস্য এএসএম শামসুজ্জামান পাঞ্জকে যৌথভাবে দেয়া হয় স্পেশাল কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ড।

### মেলার বিভিন্ন জোন ও স্টল

প্রদর্শনীটি মূলত বিজনেস সফটওয়্যার, অডিটসার্ভিসিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ক্রাউড আন্ড কমিউনিকেশন, আইটি এনালিস্ট সার্ভিস, আইটি এডুকেশন ও ই-কমার্স জোন নামের ৭টি জোনে বিভক্ত ছিল। দেশের সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে হাজির হয়েছিল নিজেদের উদ্ভাবিত নানারকম সলিউশন ও অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে।

ব্যাংক, স্কুল, আবাসন, হাসপাতালসহ বিভিন্ন ধরনের অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি করা এসব সফটওয়্যার নজর কেড়েছে দেশীক বণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো। পাশাপাশি মেলায় আসা

ম্যাচমেকিংয়ে আইটিসি ও সিবিআই নেদারল্যান্ডসের মাধ্যমে অংশ নেয় ভেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের ১০টির বেশি আইটি কোম্পানির ২২ জনের মতো প্রতিনিধি।

### সেমিনার ও সেশন

মেলা চলাকালীন আয়োজন করা হয় প্রায় ১২টির বেশি সেমিনার ও রাউন্ডটেবিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ই-গভর্ন্যান্স, ই-গেমেস্ট, বিভিন্ন ইফেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ফর আইসিটি এডুকেশন, রোল অব স্যাটেলাইট ইমেজ, অডিটসার্ভিসিং ইন দ্য ক্রাউড আন্ড ইকো সিস্টেম, নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে নারী, প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ডিং, ম্যাসনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কসহ বিভিন্ন বিষয়।

প্রদর্শনীর প্রথম দিন আয়োজন করা হয় ই-

শেমে গ্রন্থোক্ত পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কিভাবে নলেজ ম্যানেজমেন্টের এই আয়োজকে কাজে লাগাতে পারেন, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ামূলক আলাপচারিতা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকাশে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ তৈরি করা যায় এবং ইন্ডাস্ট্রি ও বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে কিভাবে সংযুক্ত করা যায়, এ বিষয়ে বেসিসের আয়োজনে 'বিভিন্ন ইফেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ফর আইসিটি এডুকেশন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই একই হলে অনুষ্ঠিত হয় 'রোল অব স্যাটেলাইট ইমেজ অন অর্থকেন্দ্রিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আন্ড ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ একটি রাউন্ডটেবিল কৌশল। এটির আয়োজনে ছিল বেসিস।



অবসরের উকে দিয়েছে সফটওয়্যার শিল্পকে কাজের জায়গা হিসেবে নির্বাচন করার জন্য।

### সেরা স্টল ও প্যাভিলিয়ন

এবারের প্রদর্শনীতে সেরা স্টলের জন্য অ্যাওয়ার্ড জিতেছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন জোনের স্টল মার্শিমিডিয়া কমন্সেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন তথা এমসিসি। যোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পে নানা ধরনের কমন্সেন্ট তৈরি করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি।

মেলায় সেরা প্যাভিলিয়নের জন্য পুরস্কার জিতেছে জেনুইটি সিস্টেমস লিমিটেড। মেলায় পাঁচ দিন ধরে এই প্যাভিলিয়নে ভিড় লেগেই ছিল। মেলায় আগত দর্শকদের মেসেজের মাধ্যমে কুইজে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয় এখানে। এছাড়া প্রদর্শনীতে সেরা মিনি প্যাভিলিয়ন পুরস্কার জিতেছে কোরকে নামের প্রতিষ্ঠান।

### বিজনেস মিট অ্যান্ড ম্যাচ সেশন

মেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ব্যারকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর' শীর্ষক বিজনেস মিট অ্যান্ড ম্যাচ সেশন। ব্যারকস সিটিও ফোরাম ও বেসিসের যৌথ আয়োজনে এ সেশনে প্রবাস অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মোঃ নাজমুল হক।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রদর্শনীতে। এতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এ

গভর্ন্যান্স বিষয়ক সেমিনার। 'ই-গভর্ন্যান্স : এক্সপেরিয়েন্স অব নরওয়ে' শিরোনামের সেমিনারটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নরওয়ের ই-গভর্ন্যান্স বিশেষজ্ঞ মিস ইনে ফালসেহ। নরওয়েতে কিভাবে ই-গভর্ন্যান্স পদ্ধতিটি চালু আছে, পোতা শ্রেণীকোশে তিনি সে বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিন বেলা ১১টায়ে বেসিস আয়োজন করে 'ই-গেমেস্ট অ্যান্ড এম-গেমেস্ট এস অন্টারনেটিভ ট্রানজেকশন' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাঃ-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আতুল কাশেম মোঃ শিরিন। তিনি ই-গেমেস্টের করিগরি সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন। এ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান, আকসেস টু ইনফরমেশন তথা এটুআইর নীতিনির্ধারণী উপসেট্রা আনীর চৌধুরী এবং বেসিস সহসভাপতি একেএম ফাহিম মাস্কর।

একই দিন সিমসলিউশন বাংলাদেশ লিমিটেডের আয়োজনে একটি রাউন্ডটেবিল অনুষ্ঠিত হয়। সিমসলিউশন বাংলাদেশের প্রধান 'নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইন প্র্যাকটিস' শীর্ষক রাউন্ডটেবিলটি পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কিভাবে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা করা হবে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার লোকবলকে শিকিত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিমসলিউশনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন।

মেলায় তৃতীয় দিন বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় দেশের নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিসংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন ও স্মার্ট প্রযুক্তির উন্নয়নবিষয়ক সেমিনার। 'মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ভেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্মার্ট টেকনোলজিস ফর সিলিজেন সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাকের সামাজিক সেবা উদ্ভাবন ও যোগাযোগ পরিচালক আসিফ সালেহ।

মেলায় সমাপনী দিনে মেলা কেন্দ্রের হারমনি হলে আইডিয়াজ আন্ড ইনোভেশন গ্লোবালর্মে 'ডিসিশন মেকিং স্ট্রা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে ডাটাবিজ সফটওয়্যার লিমিটেড। সেমিনারে সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি সাংবাদিক, ব্যবস্থাপক, তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যবসায় সংগঠনগুলোর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের প্রবাস বক্তা ডাটাবিজ সফটওয়্যার লিমিটেডের রিক্রুট ও বিপণন শাখার প্রবাস সেওয়ান এস. রহমান স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা বেশ কিছু বিআই (বিজনেস ইন্টেলিজেন্স) টুল প্রদর্শনের পাশাপাশি বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের ধারণা, উন্নয়ন ও ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন।

এ ছাড়া মেলায় আয়োজিত অন্যান্য সেমিনারের মধ্যে ছিল বেসিসের আয়োজনে 'অপটুনিটি ইন ই-গভর্ন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস', বেসিস ও এটুআইয়ের

(৯টি পৃষ্ঠা ২৭ পৃষ্ঠায়)

# বেসিস সফটএক্সপো ২০১২

(৩০ পৃষ্ঠা পর)

মৌখ আয়োজনে 'ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেন্ডসোর্ক-ফিউচার প্রসপেক্টস', জিপিআইটির আয়োজনে 'ওভারকমিং চ্যালেঞ্জস থ্রো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আইএসও ২০০০০ অ্যান্ড আইএসও ২৭০০১', আলবট্রাস টেকনোলজি লিমিটেডের আয়োজনে 'প্রাইভেট ইকুয়টি ফন্ডিং ফর আইটি ভেনচার্স' প্রভৃতি সেমিনার। এসব সেমিনার বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতগুলোর সমৃদ্ধতা, উন্নয়ন, কর্মকৌশল নির্মাণ, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা যাচাইসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করবে বলে আয়োজকদের মত। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব সেমিনার থেকে অর্জিত বিভিন্ন ধারণা তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন আয়োজকেরা।

## টেকনিক্যাল সেশনগুলো

এবারের সফটএক্সপোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল টেকনিক্যাল সেশন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর ছিল প্রায় ১২টি টেকনিক্যাল সেশন। সেশনগুলো পরিচালনা করছিলেন ব্যাতিমান দেশী-বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা। বায়ো-ইনফরমেশন, ক্লাউড ও ফেসবুকের অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারনেট মার্কেটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্টসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত হয় বাকী টেকনিক্যাল সেশন।

মেলার বিভিন্ন টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে বেরুই জেনারেশন ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট : সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প, ডিভাইসিং ওড এপিআই অ্যান্ড ইস ইমপারটেলি, বায়োইনফরমেশনিকস : হোয়াই উই সুড বি সিরিয়াস এরাউট দিস, এডিভিং হাইপার থোডাকটিভিটি ইত্যাদি সেশন খুব আগ্রহ-উদ্দীপক ছিল।

মেলার শেষ দিন সকালে 'পিএইচপি এক্সপার্টস ডেভকন ২০১২' টেক সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ওপেন সেশনে ইনফরমেশন টেকনোলজিসের আয়োজনে 'ই-স্কুলে ফ্রি স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড ই-লার্নিং প্রটিফর্ম ফর ইউ', বি-ক্যাশের আয়োজনে 'ফিউচার অব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস : অপারুনেটিস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জস', ডাটাবিজ সফটওয়্যার লিমিটেডের আয়োজনে 'ডিসিশন মেকিং থ্রু বিজনেস ইন্টেলিজেন্স', ড্র্যাক ব্যাংকের আয়োজনে 'ড্র্যাক ব্যাংক অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যান্ড অনলাইন বিজনেস' শীর্ষক ওপেন সেশনও অনুষ্ঠিত হয়।

## শেষ কথা

দেশের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার প্রদর্শনী বেসিস সফটএক্সপো এবারের আয়োজনে তরুণ প্রজন্ম থেকে তরু করে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিবিদ, অপারামী দিনের উদ্ভাবকসহ প্রযুক্তিপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। চারদিকে দেখা যায় মুগ্ধবিত্ত মানুষের ভিড়। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিয়োজিত ছিলেন একবাঁক একনিষ্ঠ কর্মী, আত্মহী তরুণ আর নতুন-পুরনো উদ্যোক্তা। ■